

কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৮

(১)অতঃপর তারা প্রত্যেকে বাড়ি চলে গেলেন। এদিকে হযরত ইসা আ.ও জৈতুন পাহাড়ে চলে গেলেন। (২)এবং খুব ভোরে উঠে তিনি আবার বায়তুল-মোকাদ্দসে এলেন। সমস্ত লোক তাঁর কাছে এলো এবং তিনি বসলেন (৩)ও তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। (৪)ফরিসিরা ও আলিমরা এক মহিলাকে ধরে আনলেন, যাকে তারা জিনা করার সময় হাতেনাতে ধরেছিলেন এবং তাকে সবার সামনে দাঁড় করালেন। তারা তাঁকে বললেন, “হুজুর, এই মহিলাকে আমরা জিনা করার সময় হাতেনাতে ধরেছি। (৫)হযরত মুসা আ. এর শরিয়ত এমন মহিলাদের পাথর মারার হুকুম দেয়। এখন আপনি কী বলেন?”

(৬)তারা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একথা বললেন, যেনো তাঁকে দোষ দিতে পারেন। হযরত ইসা আ. নিচু হয়ে তাঁর আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। (৭)যখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করতেই থাকলেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন, “তোমাদের মধ্যে যার কোনো গুনাহ নেই, সে-ই প্রথমে তাকে পাথর মারো।” (৮)অতঃপর আবার তিনি নিচু হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।

(৯)একথা শুনে একজন একজন করে সবাই সেখান থেকে চলে গেলেন। প্রথমেই বুজুর্গরা গেলেন। এবং হযরত ইসা আ. এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার সাথে তিনি একা রইলেন। (১০)হযরত ইসা আ. উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে বললেন, “হে মহিলা, ওরা সবাই কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী করেনি?” (১১)সে বললো, “কেউ না, হুজুর।” হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “আমিও করি না। চলে যাও এবং এখন থেকে আর গুনাহ করো না।”

(১২)আবার হযরত ইসা আ. তাদের কাছে কথা বললেন, “আমিই দুনিয়ার আলো। যে আমার পেছনে আসবে, সে কখনো অন্ধকারে হাঁটবে না কিন্তু জীবনের আলো পাবে।” (১৩)অতঃপর ফরিসিরা তাঁকে বললেন, “তুমি তোমার নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তোমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।” (১৪)হযরত ইসা আ. বললেন, “যদিও আমি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবুও আমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কারণ আমি জানি আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি কিন্তু তোমরা জানো না আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি।

(১৫)তোমরা মানুষের মতো বিচার করে থাকো। কিন্তু আমি কারো বিচার করি না। (১৬)আর আমি যদি বিচার করি, তাহলে আমার বিচার সত্য। কারণ আমি একা বিচার করি না কিন্তু আমি এবং আমার প্রতিপালক, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমরাই বিচার করি।

(১৭)তোমাদের শরিয়তে লেখা আছে যে, দু' জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। (১৮)আমি আমার নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেই এবং আমার প্রতিপালক, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।”

(১৯)অতঃপর তারা তাঁকে বললেন, “কোথায় তোমার প্রতিপালক?” হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “তোমরা আমাকে জানো না এবং আমার প্রতিপালককেও জানো না। যদি তোমরা আমাকে জানতে, তাহলে আমার প্রতিপালককেও জানতে।” (২০)বায়তুল-মোকাদ্দেসের কোষাগারের সামনে শিক্ষা দেবার সময় তিনি এসব কথা বললেন কিন্তু কেউ তাঁকে ধরলো না, কারণ তাঁর সময় তখনো আসেনি।

(২১)আবার তিনি তাদের বললেন, “আমি চলে যাচ্ছি আর তোমরা আমার খোঁজ করবে এবং তোমরা তোমাদের গুনাহেই মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না।” (২২)তখন ইহুদিরা বললো, “আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না’ বলে কি সে একথাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে?”

(২৩)তিনি তাদের বললেন, “তোমরা নিচ থেকে এসেছো, আমি উপর থেকে এসেছি। তোমরা এই দুনিয়ার, আমি এই দুনিয়ার নই। (২৪)আমি তোমাদের বলেছি যে, ‘তোমরা তোমাদের গুনাহেই মরবে’ - কারণ আমিই তিনি, একথার ওপর ইমান না আনলে তোমরা তোমাদের গুনাহেই মরবে।” (২৫)তারা তাঁকে বললো, “তুমি কে?” হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সাথে কেনোই-বা এসব কথা বলছি? (২৬)তোমাদের দোষ দেবার ও তোমাদের বিষয়ে বলার আমার অনেককিছু আছে; কিন্তু আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি সত্য এবং আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি তা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করছি।”

(২৭)তারা বুঝলো না যে, তিনি প্রতিপালকের বিষয়ে তাদের কাছে কথা বলছেন। (২৮)তাই হযরত ইসা আ. বললেন, “তোমরা যখন ইবনুল-ইনসানকে ওপরে তুলবে, তখন বুঝবে যে, আমিই তিনি; এবং আমি নিজ থেকে কিছুই করি না কিন্তু প্রতিপালক যেভাবে আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি সেভাবেই কথা বলি। (২৯)যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সাথে আছেন। তিনি আমাকে একা রেখে চলে যাননি, কারণ যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, আমি সব সময় তাই করি।”

(৩০)তিনি যখন এসব কথা বলছিলেন, তখন অনেকেই তাঁর ওপর ইমান আনলো। (৩১)অতঃপর যে ইহুদিরা তাঁর ওপর ইমান এনেছিলো, তিনি তাদের বললেন, “যদি তোমরা আমার কথামতো চলো, তাহলে সত্যিই তোমরা আমার সাহাবি। (৩২)তোমরা সত্য জানবে এবং সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।” (৩৩)তারা তাঁকে উত্তর দিলো,

“আমরা হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর এবং কখনো কারো গোলাম ছিলাম না। ‘তোমাদের মুক্ত করা হবে’ বলে তুমি কী বোঝাতে চাও?”

(৩৪)হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে গুনাহ করে সে গুনাহর গোলাম। (৩৫)পরিবারের মধ্যে গোলামের স্থান স্থায়ী নয় কিন্তু সন্তানের স্থান চিরদিনের।

(৩৬)তাই একান্ত প্রিয় মনোনীতজন যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই মুক্ত হবে। (৩৭)আমি জানি তোমরা হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর, তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজে থাকো; কারণ তোমাদের হৃদয়ে আমার কথা কোনো স্থান নেই। (৩৮)আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যা দেখেছি, আমি তাই বলি; কিন্তু তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে যা শোনো তাই করো।”

(৩৯)তারা তাঁকে উত্তর দিলো, “হযরত ইব্রাহিম আ. আমাদের পিতা।” হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “যদি তোমরা হযরত ইব্রাহিমের সন্তান হতে, তাহলে হযরত ইব্রাহিম আ. যা করেছিলেন, তোমরাও তা করতে। (৪০)কিন্তু এখন তোমরা আমাকেই হত্যা করতে চেষ্টা করছো, যে-আমি আল্লাহর কাছ থেকে যে-সত্য শুনেছি তা-ই তোমাদের বলেছি। হযরত ইব্রাহিম আ. তোমাদের মতো এরকম করতেন না।

(৪১)তোমাদের পিতা যা করে, তোমরা তা-ই করছো।” তারা তাঁকে বললো, “আমরা জারজ নই। আমাদের একজন প্রতিপালক আছেন, তিনি আল্লাহ।” (৪২)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “যদি আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক হতেন, তাহলে তোমরা আমাকে মহব্বত করতে। কারণ আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং এখন এখানে আছি। আমি নিজ থেকে আসিনি কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। (৪৩)আমি যা বলি তা তোমরা কেনো বোঝো না? কারণ তোমরা আমার কথা গ্রহণ করতে পারো না।

(৪৪)ইবলিসই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমরা তারই; তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছা পালন করতে চাও। সে প্রথম থেকেই খুনি। সে সত্যে থাকে না এবং সত্য তার মধ্যে নেই। সে তার চরিত্র অনুসারেই মিথ্যা বলে। কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যার জন্মদাতা। (৪৫)আমি সত্য বলি বলেই তোমরা আমার ওপর ইমান আনো না। (৪৬)তোমাদের মধ্যে কে আমাকে গুনাহগার বলে দোষ দিতে পারে? যদি আমি সত্য বলি, তাহলে আমার ওপর ইমান আনো না কেনো? (৪৭)যারা আল্লাহর তারা আল্লাহর কলাম শোনে। তোমরা তা শোনো না, কারণ তোমরা আল্লাহর নও।”

(৪৮)ইহুদিরা তাঁকে উত্তর দিলো, “আমাদের একথা কি ঠিক নয় যে, তুমি একজন সামেরীয় এবং তোমাকে ভূতে ধরেছে?” (৪৯) হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “আমাকে ভূতে ধরেনি। আমি আমার প্রতিপালককে সম্মান করি কিন্তু তোমরা আমাকে অসম্মান করো। (৫০)তবুও আমি আমার নিজের প্রশংসা চাই না। একজন আছেন, তিনি তা চান এবং তিনিই বিচারক। (৫১)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে আমার কথা মানে, সে কখনো মরবে না।”

(৫২)ইহুদিরা তাঁকে বললো, “এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, তোমাকে ভূতে ধরেছে। হযরত ইব্রাহিম আ. ইন্তেকাল করেছেন এবং নবিরাত; আর তুমি বলছো, ‘যে আমার কথা মানে, সে কখনো মরবে না।’ (৫৩)আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম আ., যিনি ইন্তেকাল করেছেন, তুমি কি তাঁর থেকেও মহান? নবিরাত ইন্তেকাল করেছেন। তুমি নিজেকে কী দাবি করছো?”

(৫৪)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “যদি আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করি, তাহলে সে-প্রশংসার কোনো দাম নেই। আমার প্রতিপালক আমাকে প্রশংসিত করেছেন। তাঁর বিষয়ে তোমরা বলে থাকো, ‘তিনি আমাদের আল্লাহ,’ (৫৫)যদিও তোমরা তাঁকে জানো না কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি বলি যে, আমি তাঁকে জানি না, তাহলে আমি তোমাদের মতো মিথ্যাবাদী হবো। কিন্তু আমি তাঁকে জানি ও তাঁর কালাম মানি। (৫৬)তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. আমার দিন দেখার আশায় আনন্দ করেছিলেন এবং তিনি তা দেখেছিলেন ও আনন্দিত হয়েছিলেন।”

(৫৭)অতঃপর ইহুদিরা তাঁকে বললো, “তোমার বয়স পঞ্চাশ বছরও হয়নি আর তুমি ইব্রাহিমকে দেখেছো?”

(৫৮)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, ইব্রাহিমের আগে থেকেই আমি আছি।” (৫৯)তাই তারা তাঁকে পাথর মারতে চাইলো কিন্তু হযরত ইসা আ. লুকিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বেরিয়ে গেলেন।